LIBERTY JUSTICE EQUALITY

CENTRE FOR PROTECTION OF DEMOCRATIC RIGHTS AND SECULARISM

(CPDRS)

WEST BENGAL STATE COMMITTEE

Office: 77/2, Lenin Sarani, Kolkata- 700 013

Mob: 9883717575, 8420094883 Email: cpdrs.india@gmail.com

ডুরান্ড কাপের ম্যাচগুলি যুবভারতী থেকে সরিয়ে দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস এর রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক আজ (১৮.০৮.২০২৪) এক বিবৃতিতে বলেন,

"আরজি কর হাসপাতালে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দিকে দিকে বিক্ষোভের কারণে যুবভারতীতে নিরাপত্তা দিতে অপারগ হবার যুক্তিতে কলকাতা পুলিশ যেভাবে ঐতিহ্যমন্ডিত ডুরান্ড কাপের বিভিন্ন ম্যাচগুলি যুবভারতী স্টেডিয়াম থেকে সরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমরা মানবাধিকার সংগঠন CPDRS-এর পক্ষ থেকে এর তীব্র নিন্দা জানাই। প্রশাসনের সিদ্ধান্তে ডুরান্ডের গ্রুপ পর্বে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে ডার্বি বাতিল হয়েছে। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের সমস্ত ম্যাচ কলকাতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মোহনবাগানের খেলা হবে জামশেদপুরে। ইস্টবেঙ্গলের খেলা হবে শিলংয়ে। এই সিদ্ধান্ত দুই দলের লক্ষ লক্ষ সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে।

আমরা লক্ষ্য করেছি, গত কয়েক দিন ধরেই সমাজমাধ্যমে দু'দলের সমর্থকেরাই আরজি কর-কাণ্ডে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন, ডার্বি ম্যাচের দিন আরজি করের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্টেডিয়ামে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' ব্যানার প্রদর্শনের মাধ্যমে ঘটনার প্রতিবাদ করার কথা জানিয়েছিলেন। আজ সারা দুনিয়াতেই ফুটবল মাঠের গ্যালারি নানা সময়ে প্রতিবাদের জায়গা হয়ে উঠেছে। রবিবারের ডার্বিতেও দু'দলের সমর্থকেরা প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন স্লোগান দেওয়ার— 'দুই গ্যালারির এক স্বর, আরজি কর আরজি কর'। প্রশাসন যে যুক্তিই দিক, আসলে রাজ্য সরকার এই প্রতিবাদের ভয়েই এই ম্যাচগুলি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সরকারী হাসপাতাল গুলিতে শাসকদলের মদতে চলা দূর্নীতি চক্রের কথা, চিকিৎসক, নার্স সহ সমস্ত স্তরের স্বাস্থ্য কর্মীদের নিরাপত্তাহীনতার কথা যত প্রকাশ্যে আসছে, আরজি কর হাসপাতালে এক ডাক্তারী ছাত্রীর অমানবিক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সারা রাজ্য যখন প্রতিবাদে গর্জে উঠছে তখন রাজ্য সরকার এই সবের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা নেবার পরিবর্তে কিভাবে সমস্ত প্রতিবাদকে স্তব্ধ করা যায়, তার পরিকল্পনা করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। প্রতিবাদকে চূড়ান্ত ভয় না পেলে একটা সরকার বাঙালির আবেগের ডার্বি ম্যাচকে এভাবে বাতিল করে দিতে পারতো না।

শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার সংবিধানসম্মত। আরজি কর হাসপাতালে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ক্রীড়াপ্রেমী দর্শকদের ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদকে সম্মান দেওয়াই একটি গণতান্ত্রিক সরকারের রীতি হওয়া উচিৎ ছিলো। তার বদলে ম্যাচগুলি বন্ধের মাধ্যমে সরকার যে ঔদ্ধত্যের পরিচয় রাখল, তা প্রতিবাদকে আরো তীব্র করবে। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের অনেক সমর্থক জানিয়েছেন তাঁরা প্রতিবাদ চালিয়ে যাবেন। দুই প্রধানের বেশ কয়েকটি ফ্যান ক্লাবের সমর্থকেরা জানিয়েছেন, তাঁরা রবিবার ডার্বির নির্ধারিত সময়ে যুবভারতীর বাইরে একসঙ্গে বিক্ষোভ দেখাবেন। আমরা মানবাধিকার সংগঠন CPDRS-এর পক্ষ থেকে সমস্ত ক্রীড়াপ্রেমী নাগরিকদের কাছে আহ্বান জানাই, ন্যায়বিচার না পাওয়া পর্যন্ত, যত কঠিন বাধাই আসুক, আপনারা এই প্রতিবাদ কর্মসূচীকে অব্যাহত রাখবেন।”

সংবাদদাতা

রাজীব সিকদার

অফিস সম্পাদক